সামাজিক ব্যবসার তত্ত্ব

(সমাজ পরিবর্তনের মডেল)

মোঃ তারিফুর রহমান খান

মোঃ তারিফুর রহমান খান

জন্ম বাংলাদেশের বগুড়া জেলায়। তিনি সিভিল এভিয়েশন হাই স্কুল, ঢাকা থেকে মাধ্যমিক এবং নটরডেম কলেজ, ঢাকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সম্পন্ন করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

পেশায় তিনি একজন গবেষক। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে তিনি সম্পৃক্ত।

ইমেলঃ trkhan.author@yahoo.com

সামাজিক ব্যবসা তত্ত্ব
(সমাজ পরিবর্তনের মডেল)

লেখক: মোঃ তারিফুর রহমান খান

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৩

মুখবন্ধ

সামাজিক ব্যবসা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। এই ব্যবসার আওতায় সহজেই সামাজিক সমস্যাগুলির টেকসই সমাধান সম্ভব হয়।

এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় জর্জড়িত বিভিন্ন দেশ সামাজিক ব্যবসা মডেলটিকে দেশের সামাজিক সমস্যা নিরসনের অন্যতম কার্যকরী উপায় হিসাবে মনে করছে। তাই, সামাজিক ব্যবসার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক ব্যবসার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সকলের ধারণা পরিষ্কার করার লক্ষ্যে এবং সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কে পৃথক পৃথক মতামতকে একটি প্লার্টফর্মে আনার প্রচেষ্টা হিসাবে "সামাজিক ব্যবসা তত্ত্ব (সমাজ পরিবর্তনের মডেল)" বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক ব্যবসা বিষয়ে সকলের জানার আকাংখা স্বল্প পরিসরে মিটাতে সক্ষম হলেও এই প্রয়াস সফল ও স্বার্থক হবে।

মোঃ তারিফুর রহমান খান
লেখক

সূচিপত্র

ক. সামাজিক ব্যবসা

১. সামাজিক ব্যবসার ধারণা

সাধারণ অর্থে সামাজিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যবসায় হচ্ছে সামাজিক ব্যবসা। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে থেকে এক বা একাধিক সমস্যা দূরীকরণে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক মডেলই হল সামাজিক ব্যবসা।

সামাজিক ব্যবসা মুলত ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় সমাজের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে কাজ করে। বিশেষভাবে মানুষের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) পূরণের ক্ষেত্রে এবং মানুষ ও প্রকৃতি সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সামাজিক ব্যবসা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাজের সার্বিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেও সামাজিক ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান, সমাজের জনগোষ্ঠির কল্যাণ কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমেই সম্ভব। সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক অর্থনীতি সুসংহত হয় যার ফলশ্রুতিতে সমাজের অন্তর্ভূক্ত সকল পক্ষ উপকৃত হয়ে থাকে।

মোটকথা, সমাজের অধিবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যবসা হচ্ছে সামাজিক ব্যবসা যেখানে সমাজের বিদ্যমান এক বা একাধিক সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াস থাকে।

২. সামাজিক ব্যবসার বিকাশ

সামাজিক ব্যবসার ধারণাটি মুলত ১৮৪০ সালে উৎপত্তি হয়। এই ধারাবাহিকাতায় উনিশ শতকেই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য বা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে Vinoba Bhave এর India’s Land Gift Movement, Robert Owen এর Cooperative Movement, Florence Nightingale এর প্রথম Nursing School প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য যা সংগঠন বা ফাউন্ডেশন কাঠামোর আওতায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত।

একইভাবে বিংশ ও একবিংশ শতকেও বিভিন্ন কাঠামোর আওতায় সামাজিক ব্যবসার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে Muhammad Yunus এর Grameen Bank, Bill Drayton এর Ashoka: The Innovators for the Public, Jyotindra Nath এর Youth United, Ramakrishna ও Smita Ram এর Rand De, Vikram Akula এর SKS Microfinance এবং Nick Reder, Brent Freeman ও Norma La Rosa এর Roozi.com।

এই সামাজিক ব্যবসার ধারণা সূচনালগ্ন হতে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সমাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে সামাজিক ব্যবসা বিবেচিত হচ্ছে।

৩. সামাজিক ব্যবসার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক ব্যবসার নিজস্ব বেশকিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক ব্যবসাকে মুলত প্রচলিত ব্যবসা থেকে স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছে। নিম্নে সামাজিক ব্যবসার বৈশিষ্ট্যগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলঃ

ক. সামাজিক উদ্দেশ্য:

সামাজিক ব্যবসা অবশ্যই কোন সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যে সামাজিক উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক এবং বাস্তবায়নযোগ্য হতে হয়।

খ. সামাজিক সমস্যার সমাধান:

প্রত্যেকটি সামাজিক ব্যবসায় কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় মুলত সামাজিক ব্যবসাকে নিয়োজিত হতে হয়।

গ. সামাজিক কল্যাণ:

সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক কল্যানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যেখানে সমাজের সকলের তথা সমাজের সকল পক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

ঘ. টেকসই মডেল:

ব্যবসায়িকভাবে টেকসই একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসাটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে থাকে।

ঙ. কর্মসংস্থান:

সামাজিক ব্যবসার আওতায় সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবসার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে হয়ে থাকে।

চ. ন্যায়সঙ্গত মুনাফা:

সামাজিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

ছ. পরিবেশ সচেতন:

সামাজিক ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. সামাজিক ব্যবসার গুরুত্ব

সামাজিক ব্যবসা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের অন্যতম উপায় হিসাবে কাজ করে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কার্যকরী সমাধান সামাজিক ব্যবসার আওতায় সহজেই সম্ভবপর হয়। নিম্নে সামাজিক ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লেখ করা হলঃ

ক. সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন:

সমাজের সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক ও বাস্তবায়নযোগ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামাজিক ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত হয়।

খ. সামাজিক সমস্যার সমাধান:

সামাজিক ব্যবসা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে কাজ করে থাকে। বিধায়, সামাজিক ব্যবসার আওতায় সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে সহজে সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

গ. মৌলিক চাহিদা পূরণ:

মানুষের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। যে সমাজে নিজস্ব সামাজিক কাঠামোর আওতায় সমাজের সকল অধিবাসীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না সে সমাজে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সহজতর হয়।

ঘ. মানুষসৃষ্ট সমস্যার সমাধান:

মানুষসৃষ্ট যেমন- বর্জ্য, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, ভেজাল খাদ্য প্রভৃতি সমস্যা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সামাজিক ব্যবসা অত্যন্ত কার্যকর। সামাজিক ব্যবসার আওতায় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সহজ সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়।

ঙ. প্রকৃতিসৃষ্ট সমস্যার সমাধান:

প্রকৃতিসৃষ্ট যেমন- অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতি সমস্যা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও সামাজিক ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ব্যবসায়ের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের আওতায় এ জাতীয় সমস্যা নিরসন করা যায়।

চ. সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ:

সামাজিক ব্যবসার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের কল্যাণ করা। যে ব্যবসা সমাজের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত নয় সে ব্যবসা সামাজিক ব্যবসার আওতাভূক্ত নয়। সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব আনা সম্ভব হয়।

ছ. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা:

সামাজিক ব্যবসা সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবসার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে হয়ে থাকে।

জ. ন্যায়সঙ্গত মুনাফা নিশ্চিতকরণ:

সামাজিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

ঝ. পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা:

সামাজিক ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। তাই সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. ব্যবসায়িক কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবসার ধরণ

সাধারণত তিন ধরণের ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা:

ক. প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান:

সাধারণত প্রচলিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে ব্যবসায়িক কাঠামোর (যেমন: একমালিকানা কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতি) আওতায় পরিচালিত হয় সামাজিক ব্যবসাও একই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হতে পারে। তবে, প্রচলিত ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হলেও সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন তথা সমস্যার সমাধান, সমাজ কল্যাণ, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন এবং প্রতিষ্টানের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ এই কাঠামোর প্রধান লক্ষ্য।

খ. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানঃ

সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন অর্থাৎ সমস্যার সমাধান, সমাজ কল্যাণ, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন, প্রতিষ্টানের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন সাধারণত দান, অনুদান, সরকারী তহবিল, ফেরতযোগ্য ব্যাক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রভৃতি এক বা একাধিক উৎস হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

গ. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানঃ

প্রচলিত ব্যবসায়িক কাঠামোর শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট যৌথ মূলধনী কারবার যেখানে বিভিন্ন ব্যাক্তির অংশীদারিত্বের পাশাপাশি এক বা একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) মালিকানা থাকে এরূপ মিশ্র ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায়ও সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হতে পারে। তবে, মিশ্র ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হলেও সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন তথা সমস্যার সমাধান, সমাজ কল্যাণ, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন এবং প্রতিষ্ঠানের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ এই কাঠামোর প্রধান লক্ষ্য।

খ. প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা

১. প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার ধারণা

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যা নিরসনে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে যেখানে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের টেকসইতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এভাবেই প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাজিক ব্যবসার আওতায় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

এই ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ব্যবসায়িক কাঠামো অর্থাৎ এক মালিকানা কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতির মধ্যে থেকে যে কোন একটি কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসার মালিক বা অংশীদার ব্যবসায়ে তাদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে পাশাপাশি একইভাবে প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত প্রতিষ্ঠানের সমুদয় দায়-দায়িত্ব (সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) বহন করে থাকে।

২. প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মুলত প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনাকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছে। নিম্নে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলঃ

ক. সামাজিক উদ্দেশ্য:
প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা অবশ্যই কোন সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যে সামাজিক উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক এবং বাস্তবায়নযোগ্য হতে হয়।

খ. সামাজিক সমস্যার সমাধান:
প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় মুলত এই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত হতে হয়।

গ. সামাজিক কল্যাণ:
প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক কল্যানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যেখানে সমাজের সকলের তথা সমাজের সকল পক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

ঘ. টেকসই মডেল:
ব্যবসায়িকভাবে টেকসই একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসাটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও মালিক বা অংশীদারদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা প্রদান নিশ্চিত করে থাকে।

ঙ. কর্মসংস্থান:

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে হয়ে থাকে।

চ. ন্যায়সঙ্গত মুনাফা:

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

ছ. পরিবেশ সচেতন:

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জ. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাঠামো এক মালিকানা কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতির মধ্যে থেকে যে কোন একটি কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদাররা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

ঝ. মুনাফা বন্টন ও দায়-দায়িত্ব বহন:

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদার ব্যবসায়ে তাদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে পাশাপাশি একইভাবে প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত প্রতিষ্ঠানের সমুদয় দায়-দায়িত্ব (সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) বহন করে থাকে।

৩. **প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার সুবিধা**

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু সুবিধা বিদ্যমান। নিম্নে সুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই কাঠামোর আওতায় কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। তাই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে এই ব্যবসায়িক মডেল অত্যন্ত কার্যকরী।

খ. এই কাঠামোর আওতায় যেহেতু মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে তাই সহজেই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়। ফলে এই মডেলের আওতায় মূলধনের সহজপ্রাপ্তিতা নিশ্চিত হয়।

গ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলি এই কাঠামোর আওতায় নিশ্চিত হয়।

ঘ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা একটি টেকসই ব্যবসায়িক মডেল এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও মালিক বা অংশীদারদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা প্রদান নিশ্চিত করতে পারে।

ঙ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই সমাজের বেকার সমস্যা নিরসনে এই ব্যবসায়িক কাঠামো অত্যন্ত উপযোগী।

৪. **প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার অসুবিধা**

প্রচলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদাররা যেহেতু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে থাকে সেহেতু অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

খ. এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অংশীদাররা যেহেতু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে থাকে সেহেতু প্রতিষ্ঠানের ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন ও সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্য মানুষের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করা কষ্টসাধ্য হয়।

গ. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা

১. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার ধারণা

সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন অর্থাৎ সমস্যার সমাধান, সমাজ কল্যাণ, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন, প্রতিষ্ঠানের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হতে পারে।

এই ধরণের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাধারণত সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন সাধারণত দান, অনুদান, সরকারী তহবিল, ফেরতযোগ্য ব্যাক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রভৃতি এক বা একাধিক উৎস হতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের বিপরীতে মূলধন সরবরাহকারীর মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে না। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ফেরতযোগ্য ব্যাক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার সুযোগ থাকে।

২. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা পেয়েছে। নিম্নে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলঃ

ক. সামাজিক উদ্দেশ্য:
সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা অবশ্যই কোন সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যে সামাজিক উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক এবং বাস্তবায়নযোগ্য হতে হয়।

খ. সামাজিক সমস্যার সমাধান:
সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় মুলত এই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত হতে হয়।

গ. সামাজিক কল্যাণ:
সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক কল্যানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যেখানে সমাজের সকলের তথা সমাজের সকল পক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

ঘ. টেকসই মডেল:
ব্যবসায়িকভাবে টেকসই একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসাটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করে থাকে।

ঙ. কর্মসংস্থান:

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে হয়ে থাকে।

চ. ন্যায়সঙ্গত মুনাফা:

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

ছ. পরিবেশ সচেতন:

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জ. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাঠামোটি সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট হতে হয়। যেখানে দান, অনুদান, সরকারী তহবিল, ফেরতযোগ্য ব্যাক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রভৃতি এক বা একাধিক উৎস হতে মূলধন সংগৃহীত হয়ে থাকে।

ঝ. অর্জিত মুনাফার ব্যবহার:

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহের বিপরীতে মূলধন সরবরাহকারীর মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে না। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ফেরতযোগ্য ব্যাক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার সুযোগ থাকে।

৩. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার সুবিধা

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু সুবিধা রয়েছে। নিম্নে সুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই কাঠামোর আওতায় কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। তাই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে এই ব্যবসায়িক মডেল অত্যন্ত কার্যকরী।

খ. এই প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি যেহেতু নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাই সহজেই মানুষের নিকট এই কাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

গ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলি এই কাঠামোর আওতায় নিশ্চিত হয়।

ঘ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা একটি টেকসই ব্যবসায়িক মডেল এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অস্তিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে পারে।

ঙ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই সমাজের বেকার সমস্যা নিরসনে এই ব্যবসায়িক কাঠামো অত্যন্ত উপযোগী।

চ. এই কাঠামোর আওতায় যেহেতু মূলধন সরবরাহকারীর কোন মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না তাই মডেলটি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে অধিক কার্যকরী।

৪. সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার অসুবিধা

সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই কাঠামোর আওতায় যেহেতু মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে না তাই সহজেই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হয় না। ফলে এই মডেলের আওতায় মূলধন সংস্থান কষ্টসাধ্য হয়।
খ. এই কাঠামোর আওতায় মূলধন সরবরাহকারীদেও কোন মুনাফা প্রদান করতে হয় না। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে যা প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

ঘ. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা

১. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার ধারণা

সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন অর্থাৎ সমস্যার সমাধান, সমাজ কল্যাণ, ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন, প্রতিষ্ঠানের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হতে পারে।

এই ধরণের মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাধারণত সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উক্ত মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন সাধারণত বিভিন্ন ব্যক্তির পাশাপাশি এক বা একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) সরবরাহ করে থাকে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের বিপরীতে মূলধন সরবরাহকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধনের বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফা শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে।

২. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার বৈশিষ্ট্য

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলঃ

ক. সামাজিক উদ্দেশ্য:

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা অবশ্যই কোন সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। যে সামাজিক উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট, ইতিবাচক এবং বাস্তবায়নযোগ্য হতে হয়।

খ. সামাজিক সমস্যার সমাধান:

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় মুলত এই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত হতে হয়।

গ. সামাজিক কল্যাণ:

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সামাজিক কল্যানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যেখানে সমাজের সকলের তথা সমাজের সকল পক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

ঘ. টেকসই মডেল:

ব্যবসায়িকভাবে টেকসই একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবসাটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও অংশীদারদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা প্রদান নিশ্চিত করে থাকে।

ঙ. কর্মসংস্থান:
মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের সংস্থান সাধারণত সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে হয়ে থাকে।

চ. ন্যায়সঙ্গত মুনাফা:
মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন। এক্ষেত্রে অন্যায্যভাবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

ছ. পরিবেশ সচেতন:
মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। অর্থাৎ মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জ. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:
মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাঠামোটি সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট হতে হয়। যেখানে বিভিন্ন ব্যাক্তির পাশাপাশি এক বা একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

ঝ. মুনাফা বন্টন:
মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহকারী ব্যাক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) মূলধন সরবরাহের বিপরীতে মুনাফা বা লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধনের বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফা শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাষ্ট প্রভৃতি) সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে।

৩. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার সুবিধা

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু সুবিধা রয়েছে। নিম্নে সুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই কাঠামোর আওতায় কোন না কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস থাকে। তাই সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে এই ব্যবসায়িক মডেল অত্যন্ত কার্যকরী।

খ. এই প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় যেহেতু ব্যাক্তি অংশীদারিত্বের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাই মানুষের নিকট তুলনামূলকভাবে এই কাঠামোর উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য হয়।

গ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা পরিবেশের ভারসাম্যতা সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক যত্নবান হয়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল বিষয়গুলি এই কাঠামোর আওতায় নিশ্চিত হয়।

ঘ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসা একটি টেকসই ব্যবসায়িক মডেল এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত

হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অস্থিত্ব টিকে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও অংশীদারদের বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা প্রদান নিশ্চিত করতে পারে।

ঙ. এই কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের বসবাসকারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই সমাজের বেকার সমস্যা নিরসনে এই ব্যবসায়িক কাঠামো অত্যন্ত উপযোগী।

চ. এই কাঠামোর আওতায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত মূলধনের বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফা যেহেতু সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় তাই সমাজের কল্যাণমূলক কাজে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়।

ছ. এই কাঠামোর আওতায় যেহেতু মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে তাই সহজেই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হয়।

৪. মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসার অসুবিধা

মিশ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা হল।

ক. এই কাঠামোর আওতায় যেহেতু মুনাফা প্রাপ্তির সুযোগ থাকে তাই ব্যাক্তি পর্যায়ের অংশীদাররা মুনাফা অর্জনের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

খ. এই কাঠামোর আওতায় মূলধন সরবরাহকারীদের মুনাফা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের গতি তুলনামূলক শ্লথ হয়ে থাকে।